পম্পেই...

জীবন্ত সমাধি!

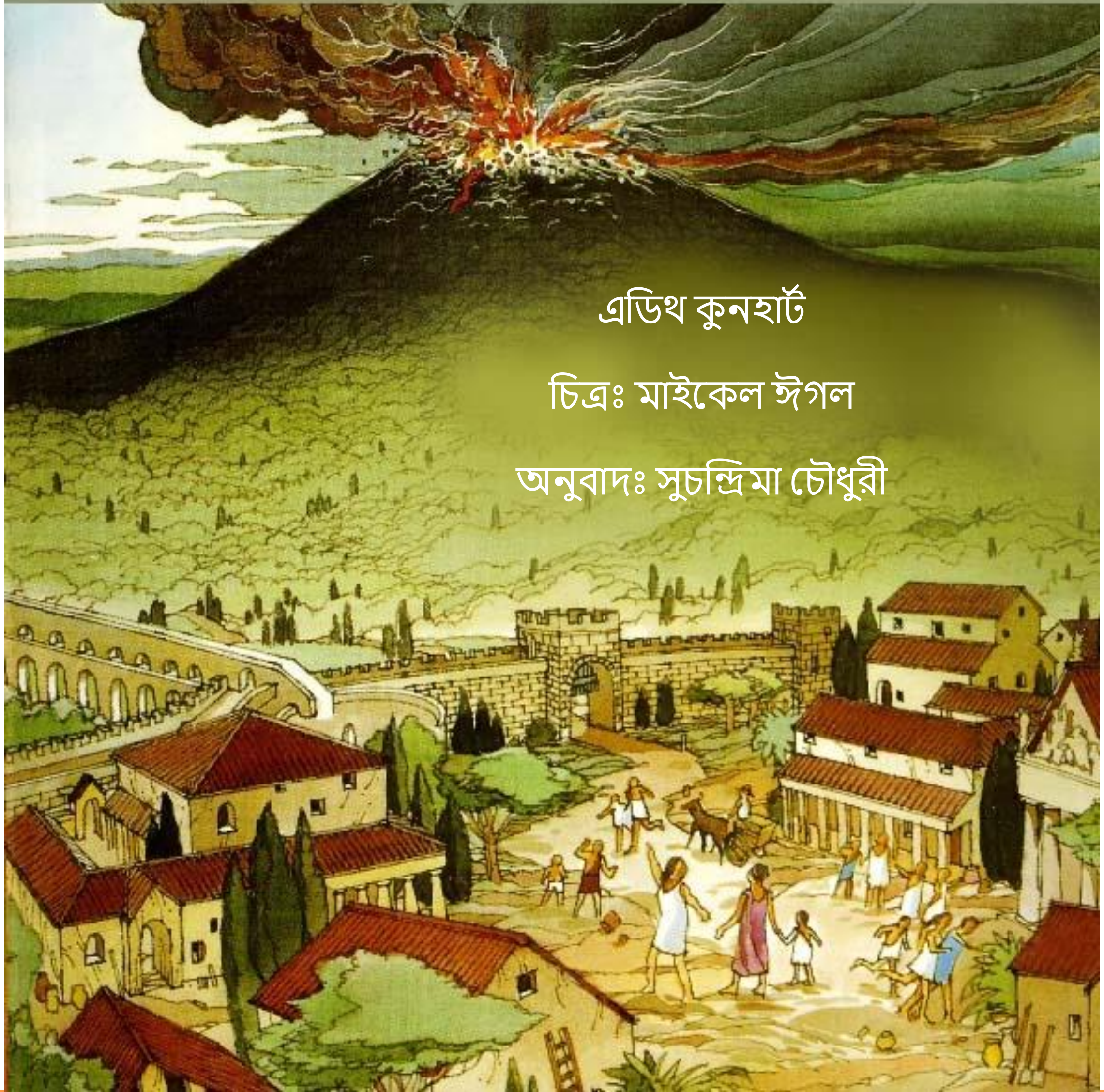

এডিথ কুনহার্ট

চিত্রঃ মাইকেল ঈগল

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

পম্পেই...

জীবন্ত সমাধি!

এডিথ কুনহার্ট

চিত্রঃ মাইকেল ঈগল

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

১

ঘুমন্ত দৈত্য

অনেককাল আগে একটা শহর ছিল, যার নাম ছিল পম্পেই। হ্যাঁ, পম-পেই। সে শহরের পাশেই এক পর্বত ছিল, তার নাম ছিল বিসুভিয়াস।

ঐ পর্বতের আশপাশ দিয়েই থাকতে ভালবাসত পম্পেইয়ের মানুষজন। সেখানে আঙ্গুরের ফলন খুব ভাল হত। মেষপালন করার জন্যও জায়গাটা ছিল আদর্শ। আর- সে ছিল এক পরম শান্তির জায়গা!

আগেই বলে রাখি, ঐ পর্বতটা ছিল একটা ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরি। ঠিক এক ঘুমন্ত দৈত্যর মতো। ঘুম থেকে উঠলেই সে ঐ শহরটাকে ধ্বংস করে ফেলবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেখানের মানুষ কি জানত এই আসন্ন বিপদের কথা?

না, তারা জানত না।

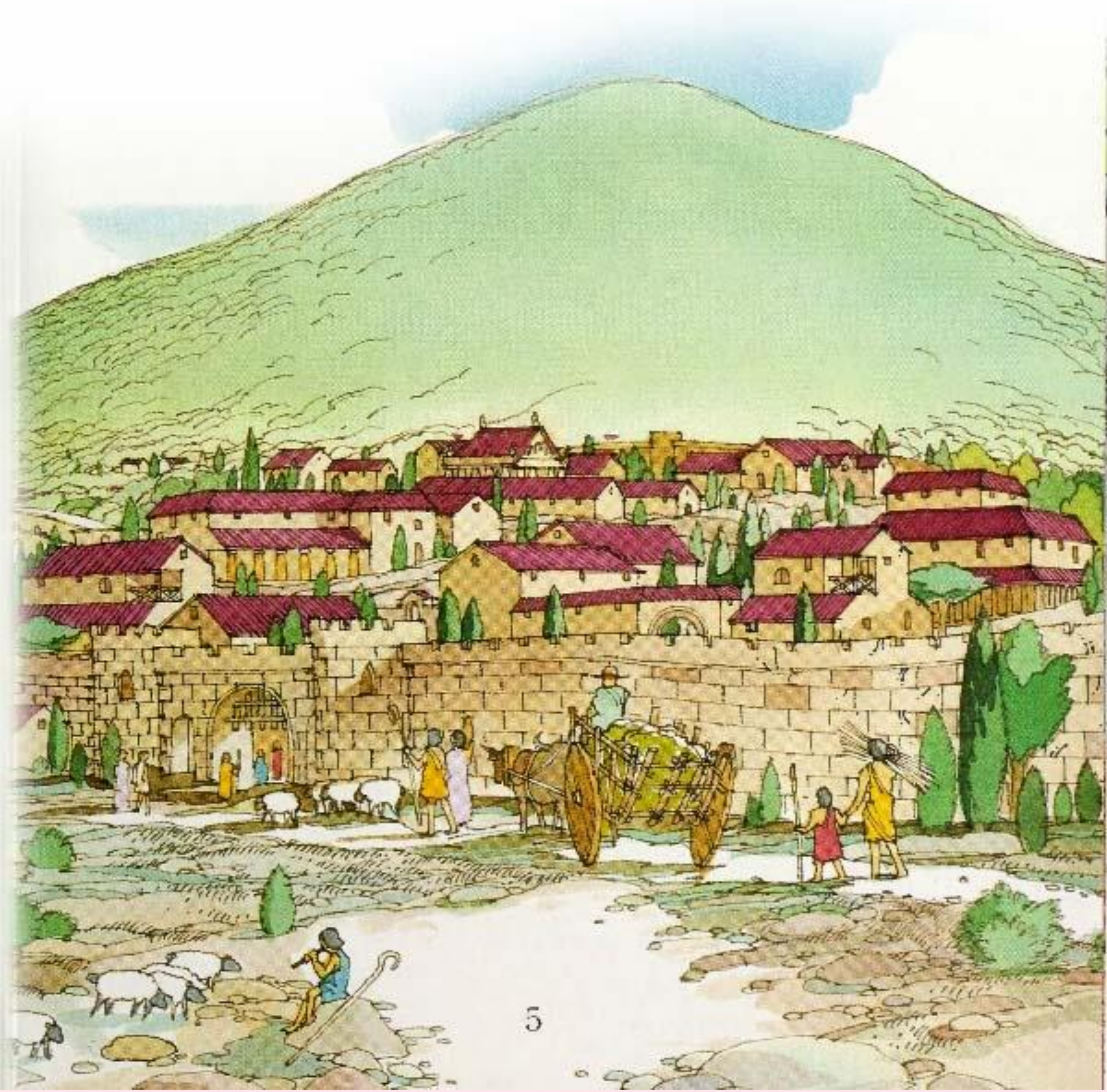

আগ্নেয়গিরি হল এক বিশেষ প্রকারের পর্বত। তার মাথায় থাকে একটা বিশাল গর্ত।

আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে, একদিন এইরকমই এক আগ্নেয়গিরি বিসুভিয়াস নেয় এক ভয়ঙ্কর রূপ।

তার নীচে, অনেক গভীরে সেদিন তাপমাত্রা বেড়ে যায় অনেকগুণ। এমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তার ভিতরটা যে সব পাথর গলতে শুরু করে। আর পাথর গলার সাথে সাথে তার থেকে তৈরি হয় বাষ্প। সেই বাষ্প চায় পাথর ফেটে বেরিয়ে আসতে।

বাষ্পের সাথে গলে যাওয়া পাথর মিশে তৈরি হয় এক ফুটন্ত মিশ্রণ। এই মিশ্রণের তাপমাত্রা এত বেশী হয়ে ওঠে যে তা টগবগ করে ফুটতে থাকে। বাষ্প সমেত এই মিশ্রণ বেরিয়ে আসতে চায় বিসুভিয়াসের গভীর গহ্বর থেকে।

পর্বতের চূড়ায় যে বিশাল গর্ত, তা ফেটে তার থেকে বেরাতে থাকে উত্তপ্ত বাষ্প।

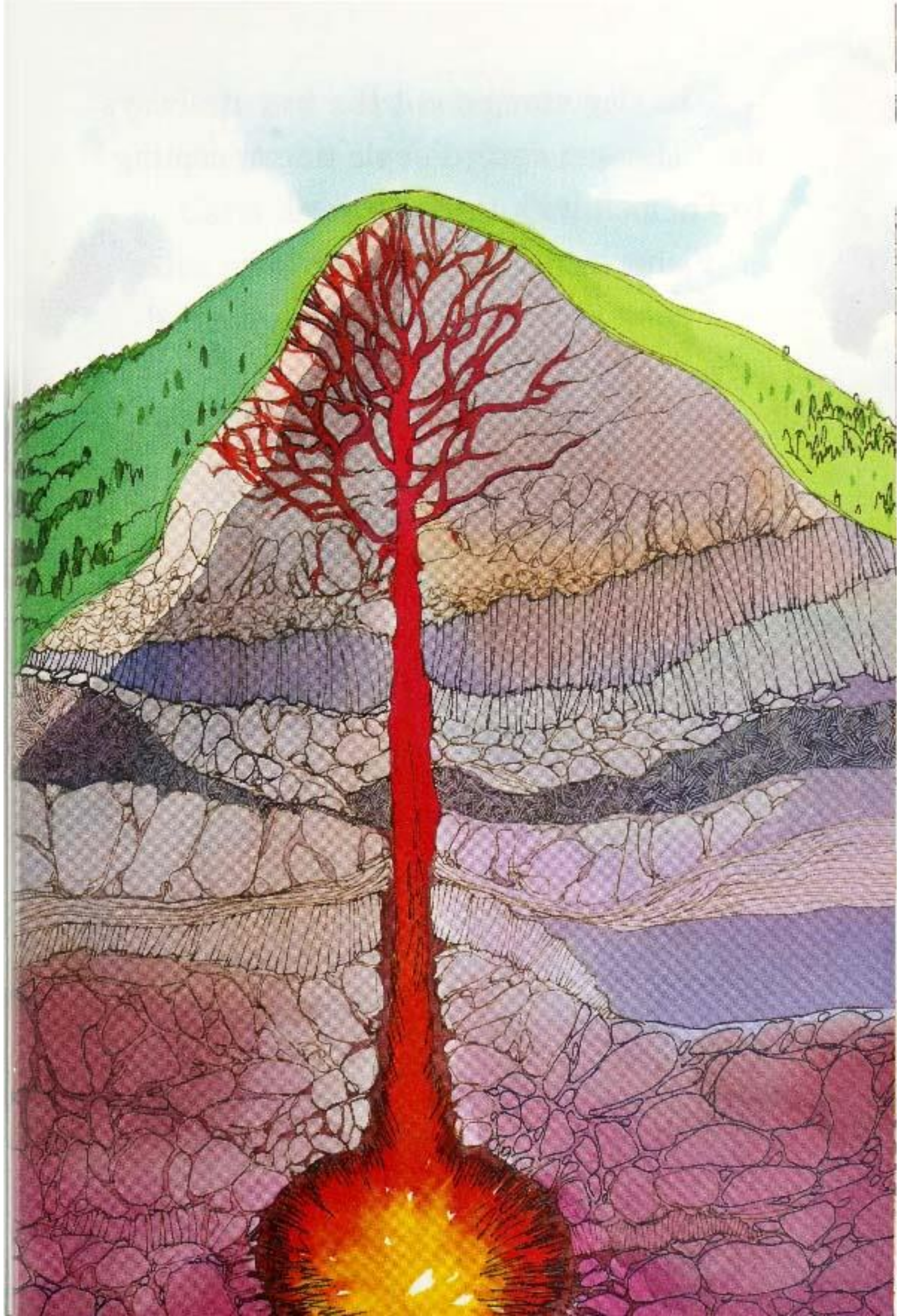

সে দিনটা অন্য আর সব দিনের মত করেই শুরু হয়েছিল। সুর্য ওঠার সাথে সাথে শুরু হয়ে গেছিল বেচাকেনা। মানুষেরা আশেপাশের সব জায়গা থেকে পম্পেই এসেছিল জিনিস বেচতে। জেলেরা এনেছিল ঝুরি ভরে মাছ। পশারিরা ঠেলায় করে এনেছিল তরমুজ আর খড়ের টুপি।

চাষীরা এনেছিল শাক সবজি। মেষ পালকের দল এনেছিল ভেড়ার পাল। একের পর এক গাড়ী ঘড়ঘড় করে ঢুকছিল শহরের সরু প্রবেশ দ্বার দিয়ে।

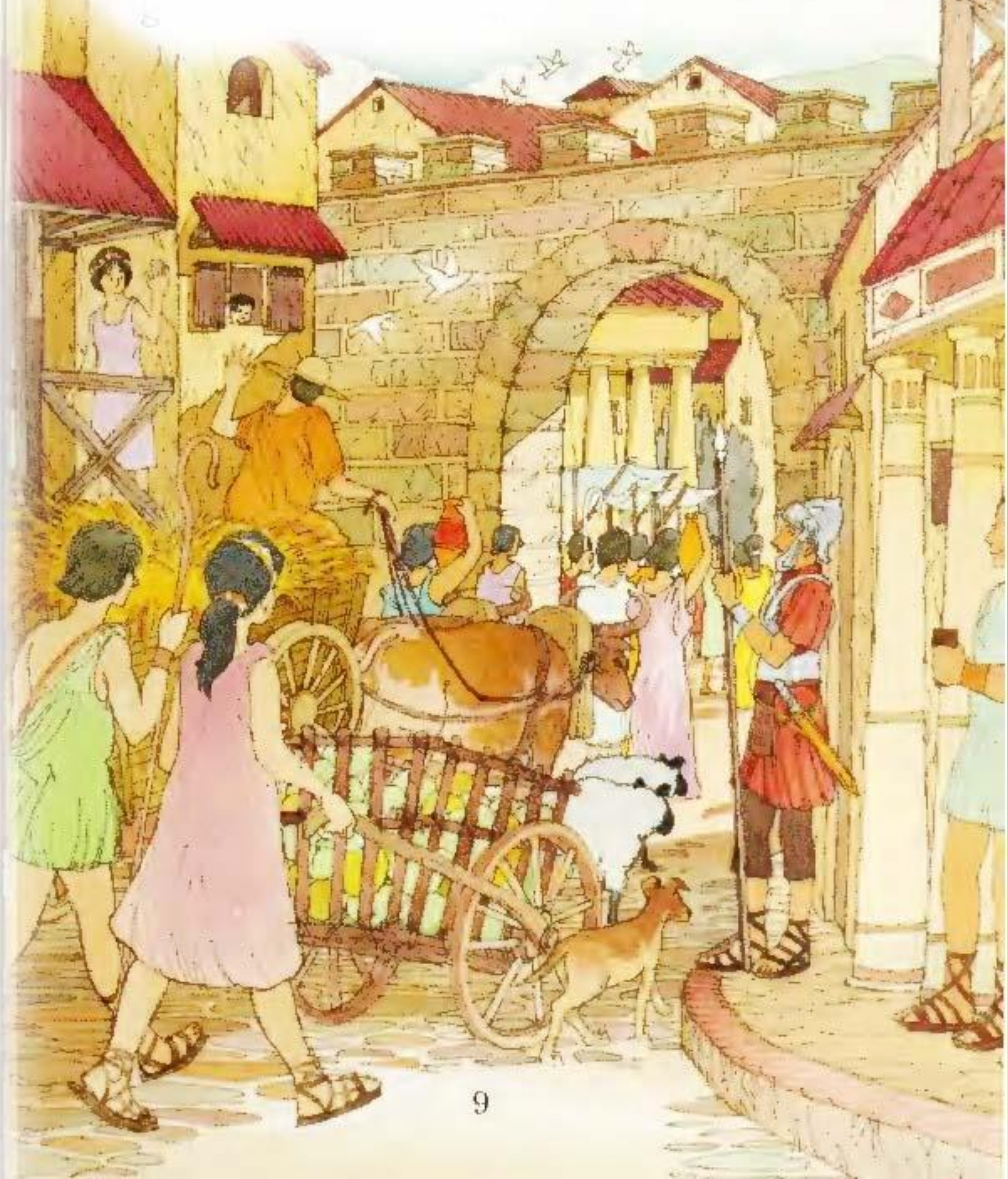

সেই গাড়ীর আওয়াজে শহরের লোকেদের কাঁচা ঘুম যাচ্ছিল ভেঙ্গে।

বড় বড় বাড়ীগুলোতেও শুরু হয়ে গেছিল নিত্য নৈমিত্তিক কার্যকলাপ।

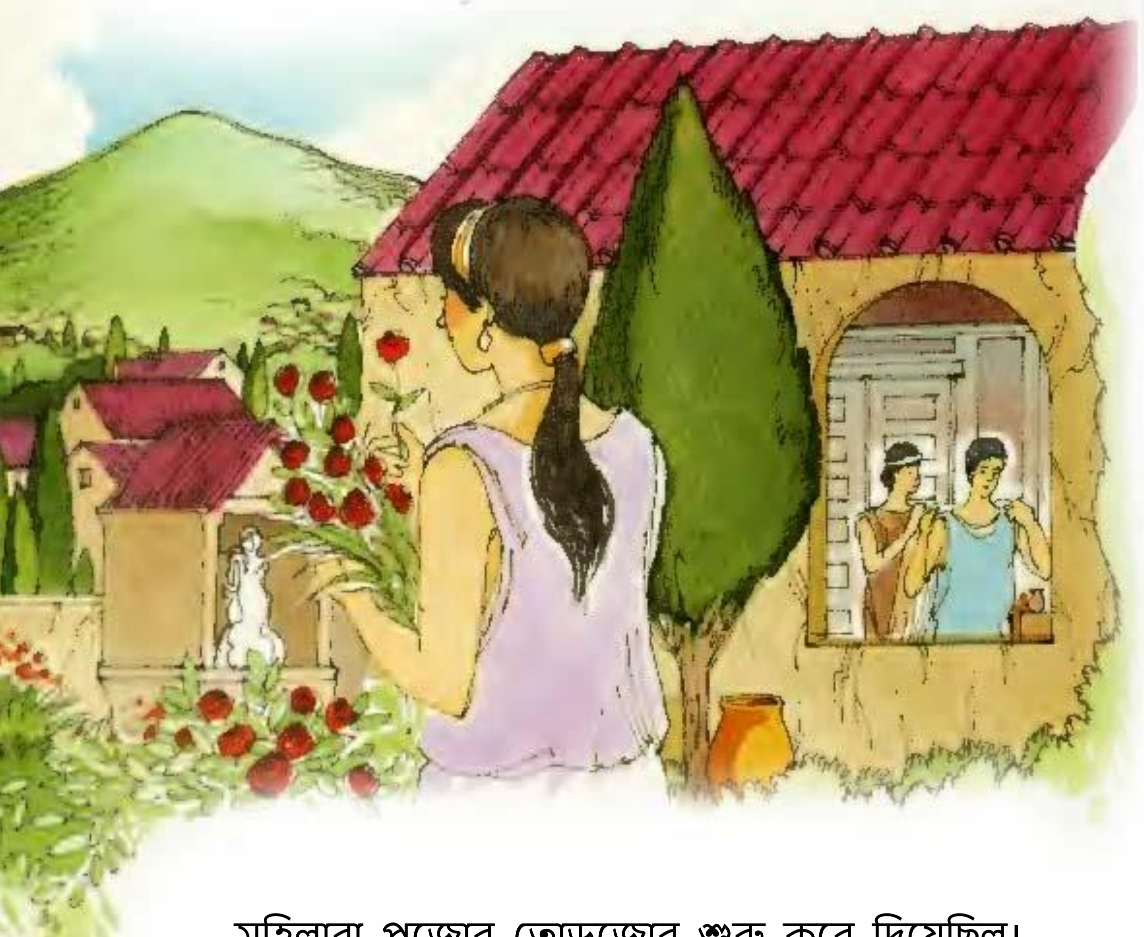

মহিলারা পুজোর তোড়জোর শুরু করে দিয়েছিল। ভগবানের মূর্তি সাজাচ্ছিল ফুল দিয়ে।

কর্তারা কাজে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ভৃত্যরা তাদের হুকুম পালনে ব্যস্ত ছিল।

ছেলেদের দল খেলতে ব্যস্ত ছিল। তখন যে তাদের গরমের ছুটি চলছে।

বাড়িতে সব ভালমন্দ রান্না হচ্ছিল।

কোনো ঘরেই কেউ জানত না, কিছুক্ষণের মধ্যেই কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে চলেছে।

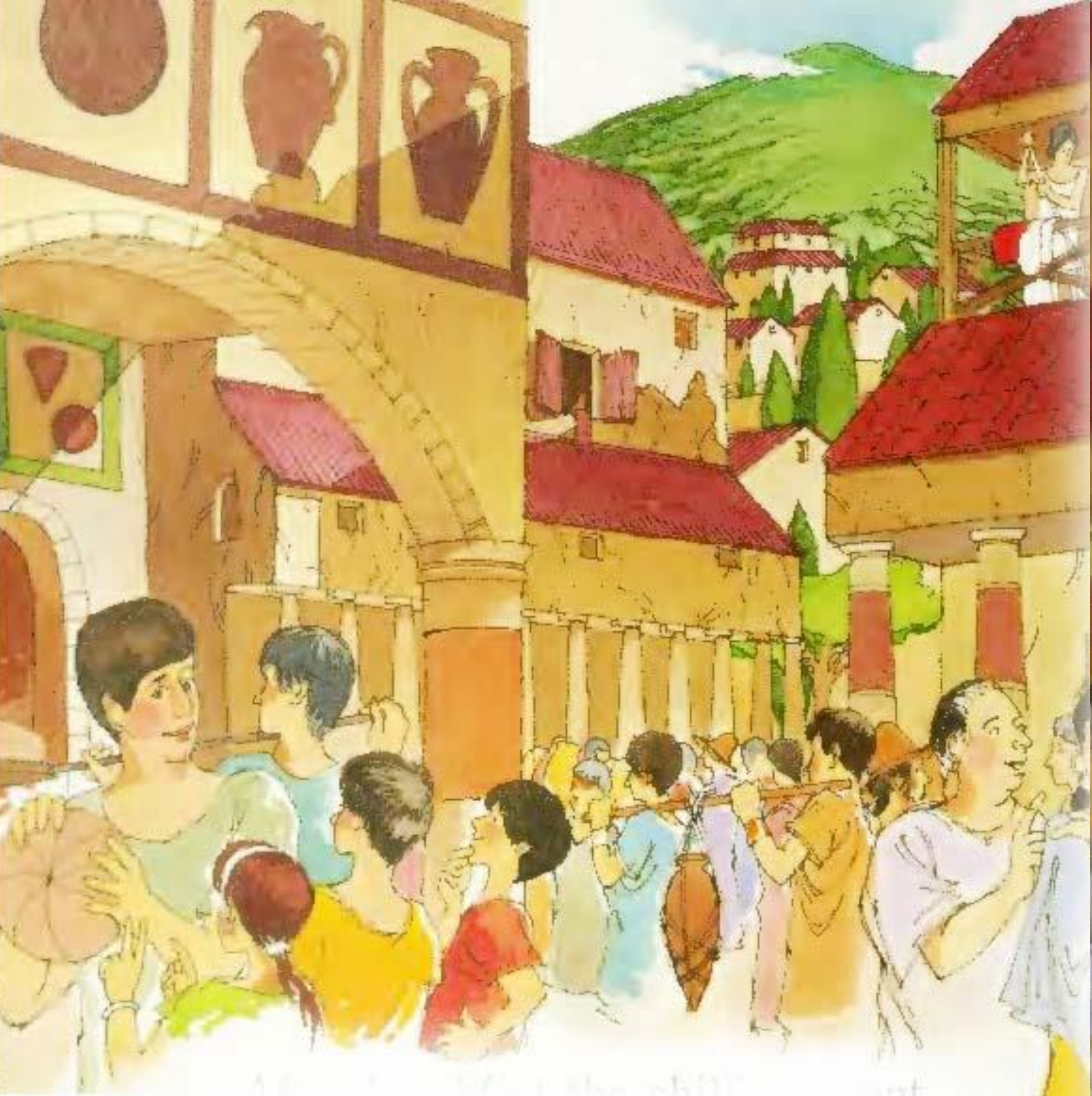

সকালের জলখাবারের পালা সেড়ে ছোট ছেলেমেয়েরা সব বাইরেই খেলছিল। রাস্তায় ভিড় ছিল বেশ। দোকানেও লোকজন জমায়েত হয়ে কেনাকাটা করছিল। গরম গরম রুটির গন্ধ ভাসছিল হাওয়ায়। কাপড় বোনার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মাটির হাঁড়িকুড়িও তৈরি হচ্ছিল জোড়কদমে।

ফোয়ারায় জল ভরা হচ্ছিল। দূরে দাঁড়িয়ে এক বাঁশিওয়ালা বাজাচ্ছিল এক অদ্‌ভুত সুর।

রাস্তায়ও কেউ জানত না আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে চলেছে।

বেলা গড়ানোর সাথে সাথে লোকজন হামামে গিয়ে ভিড় করেছিল। অন্যদিনের মতই তারা বেশ উপভোগ করছিল তাদের সময়।

কেউ বল খেলছিল আর কেউ বা কসরত করছিল। কেউ আবার চানের ঘরে গল্পে মশগুল ছিল। আর কী কেউ আবার একমনে স্নানেই ব্যস্ত ছিল।

এক বড় বাবু স্নানের ঘরে আরামসে শুয়ে ছিলেন। তাঁকে আচ্ছা করে তেল মালিশ করছিল তার চাকর।

স্নানঘরেও কেউ জানত না আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে চলেছে।

তখন দুপুর দুপুর হবে। শহরের মাঝের বিশাল চকে তখন অনেক মানুষের জমায়েত। কেউ জিনিস কেনায় ব্যস্ত, কেউ নিছক আড্ডায়, কেউ আইনকানুন নিয়ে তর্কবিতর্কে।

কিছু মানুষ এসেছিল শহর ঘুরতে, তারা এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখছিল।

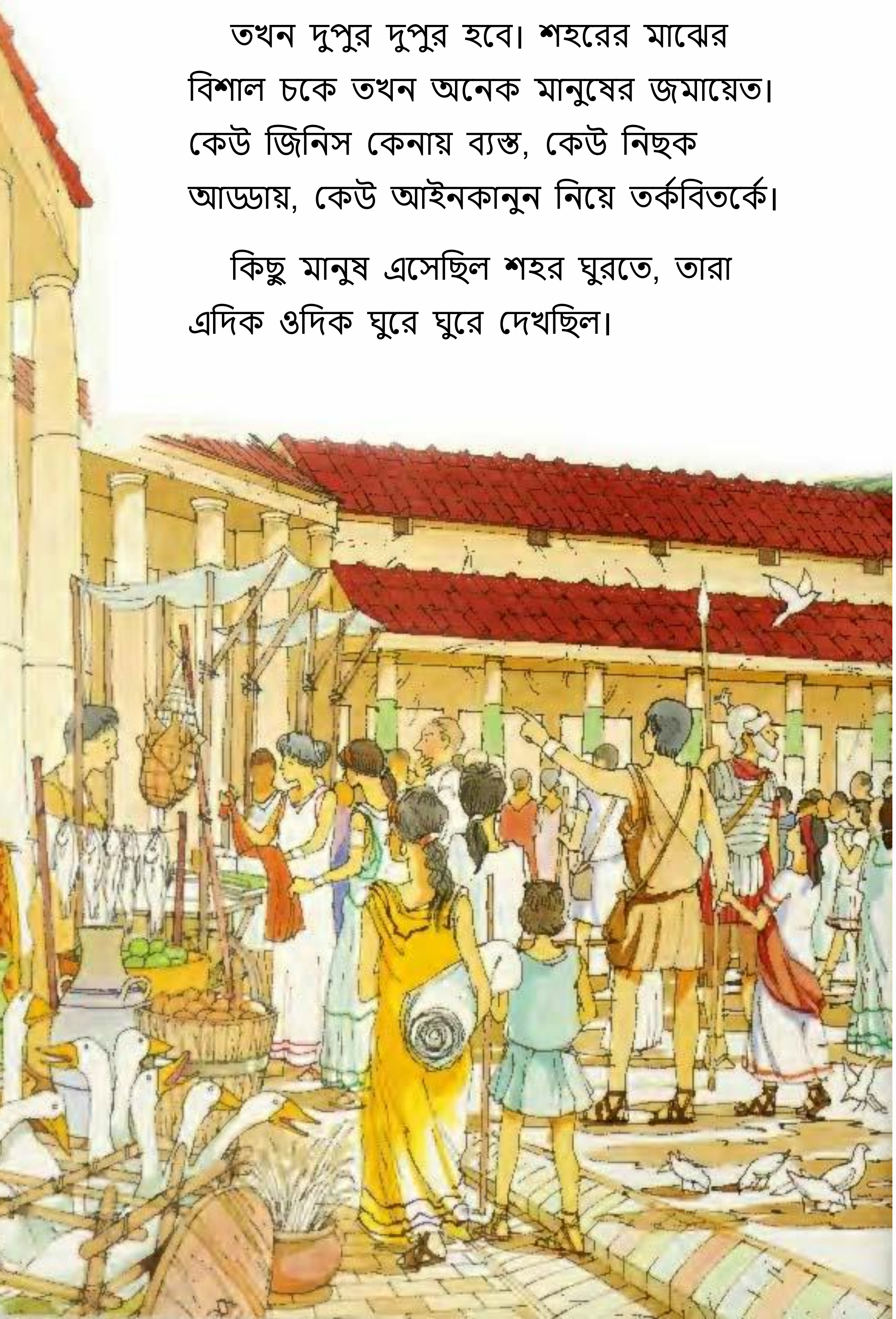

সেই চকের মাঝের মন্দিরে এক মহিলা পুজো দিচ্ছিলেন।

ঐ ভরা চকেও কেউ ভাবেনি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে চলেছে।

২

দৈত্যর ঘুম ভাঙল

হঠাত মাটি কাঁপতে শুরু করল।
পম্পেইয়ের সব বাড়ি দুলতে থাকল।

দৈত্য জেগে উঠছিল।

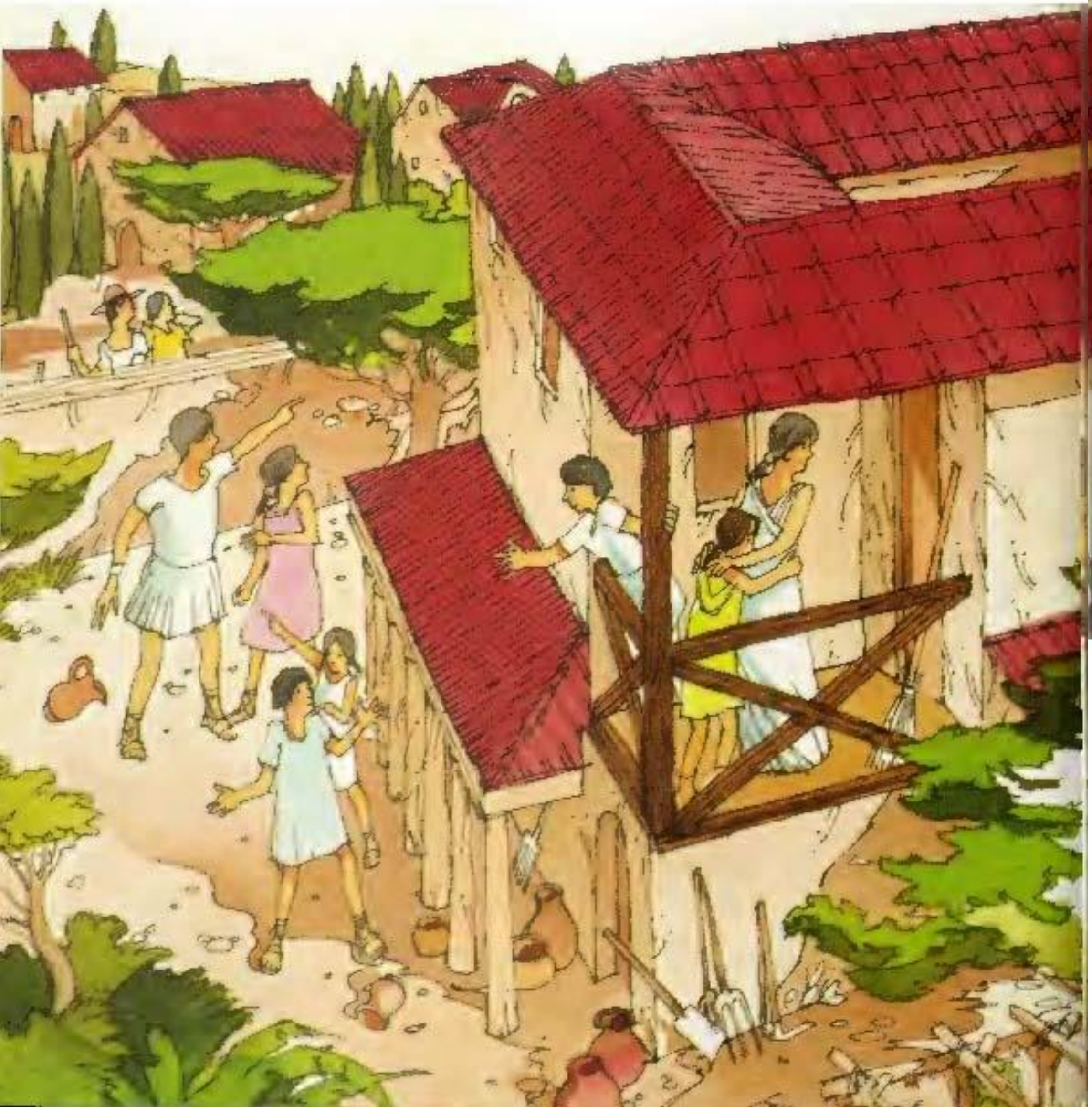

একটা বিকট শব্দে কিছু ফাটার আওয়াজ হল।

বিসুভিয়াসের মাথাটা যেন ফেটে গেছে। আর তার থেকে ধুলো,ছাই আর বাষ্প বেরোতে লাগল।

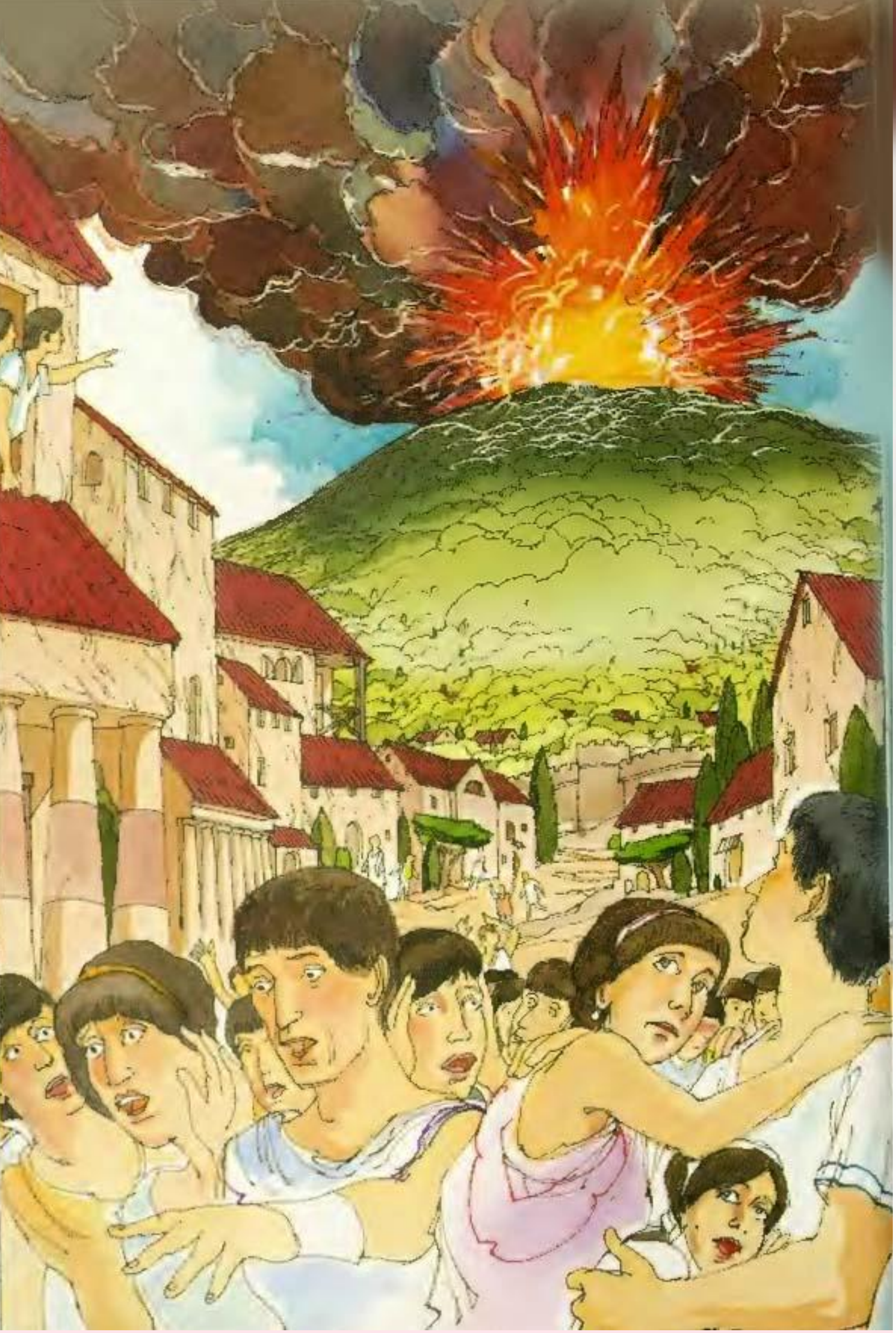

প্রত্যেকে ভয়ে চীৎকার করতে লাগল।

রুটি সেঁকছিল যারা তারা সব ফেলে বেরিয়ে এল। যারা ঘরে ছিল, বেরিয়ে এল সেই বিশাল ধুলোর মেঘ দেখতে। দোকান পাট ছেড়ে লোকজন বেরিয়ে এল রাস্তায়।

ধুলোর মেঘ ক্রমশ বড় হতে থাকল।

দেখতে দখতে সেই মেঘ একসময় সূর্যকে ঢেকে ফেলল। চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গেল। ছোট ছোট গরম পাথরের টুকরো আকাশ থেকে ঝরে পড়তে লাগল পম্পেইয়ের মানুষজনের উপর। কিছু মানুষ এর থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য মাথায় বালিশ চাপা দিল। আর যারা বালিশ খুঁজে পেল না তারা ঘরের মধ্যে দৌড় দিল।

সবাই আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি, ধাক্কাধাক্কি আর চেঁচামেচি করতে লাগল।

কিছু মানুষ শহরের মেন দরজার দিকে মরিয়া হয়ে ছুটতে লাগল, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাবে বলে। আর কিছু মানুষ ঘরের ভিতর ছুটল তাদের টাকা পয়সা, সোনাদানা বাঁচাবে বলে।

আর কিছু মানুষ মন্দিরের ভিতর আশ্রয় খুঁজতে গেল। ভগবানের কাছে তারা প্রার্থনা করতে লাগল এই বিপদে রক্ষা করার জন্য। ভগবান কি আর পারতেন বাঁচাতে?

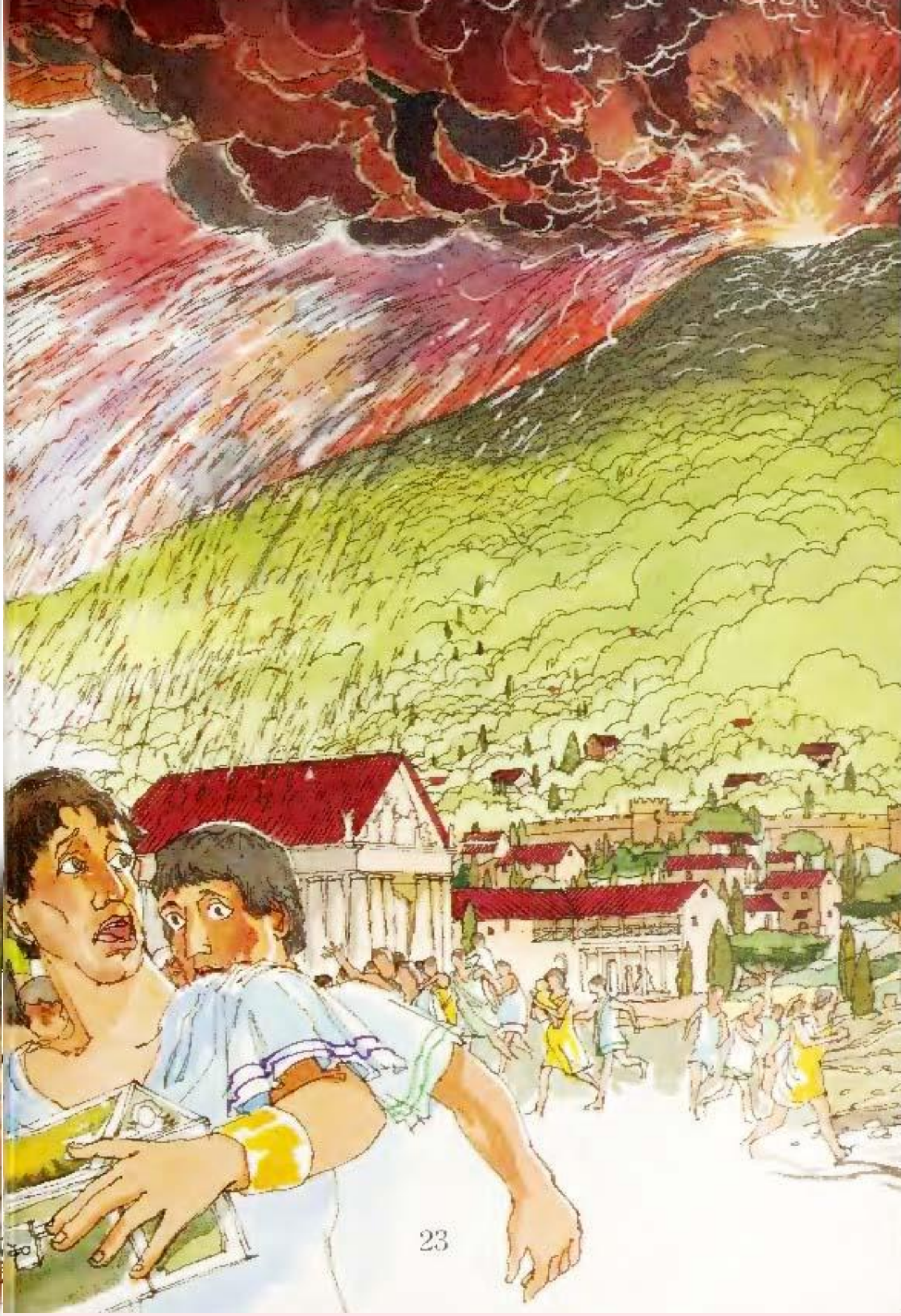

দিনের বেলায় গভীর রাতের কালো আঁধার ছেয়ে ফেলল চারিদিক। একটা বিকট গন্ধে ছেয়ে গেল চারিধার। ঠিক যেন পচা ডিমের গন্ধ। মানুষজন প্রাণপণে ছুটতে লাগল সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করে।

কেউ কেউ অন্ধকারে পথ ঠাওর করার জন্য মশাল জ্বালল।

সমুদ্র তখন উত্তাল। বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে বালির উপর। মাছেরাও আছড়ে পড়ছে তার সাথে।

যাদের পয়সা ছিল, নিজস্ব নৌকা নিয়ে তারা ভেসে পড়ল জলে। বাঁচার জন্য।

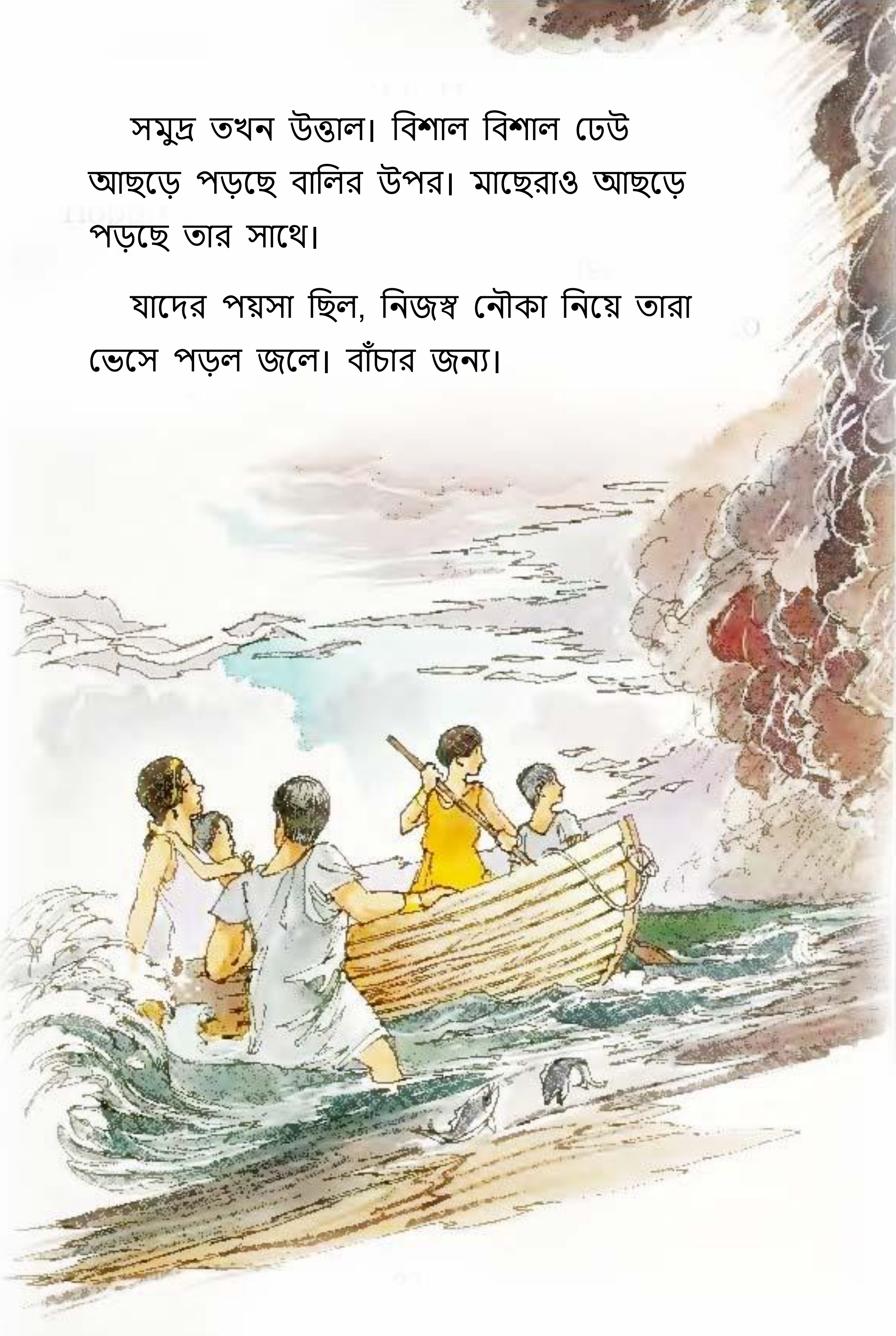

অনেকেই পম্পেই থেকে বেরোতেই পারল না। তারা আকাশ থেকে যে পাথরের বৃষ্টি হচ্ছিল তাতেই চাপা পড়ে প্রাণ দিল।

এরপর গরম ছাই উগরানো শুরু করল বিসুভিয়াস। সেই গরম ছাইয়ের বৃষ্টি যখন মানুষজনের উপর ঝরে পড়তে লাগল তাতে মানুষের হাত -পা, মাথা, চুল সব ভস্ম হয়ে যেতে থাকল।

যারা রাস্তায় ছিল তারা নিজেদের রক্ষা করার যারপরনাই চেষ্টা করতে থাকল। কেউ রাস্তার কোণায় দেওয়ালের পিছনে আশ্রয় নিচ্ছিল, কেউ হাত বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু তাদের সামনেই ছাইয়ের পাহাড় জমতে শুরু করল। তাদের চলার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। শ্বাস নেওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। তারা ছাইয়ের পাহাড়ে চাপা পড়ে গেল।

সে বৃষ্টি যেন থামার নামই নিচ্ছিল না।

ছাইয়ের পাহাড়ে রাস্তা ঘাট সব চাপা পড়ে গেল। বাড়িঘরও ঢেকে গেল তাতে। প্রথমে একতলার জানালা। তারপর দোতলার জানালা পর্যন্ত ও ডুবে গেল গরম ছাইয়ের মধ্যে।

সে বাড়িঘরের মধ্যে যে মানুষজন ছিল তাদেরও সমাধি হল।

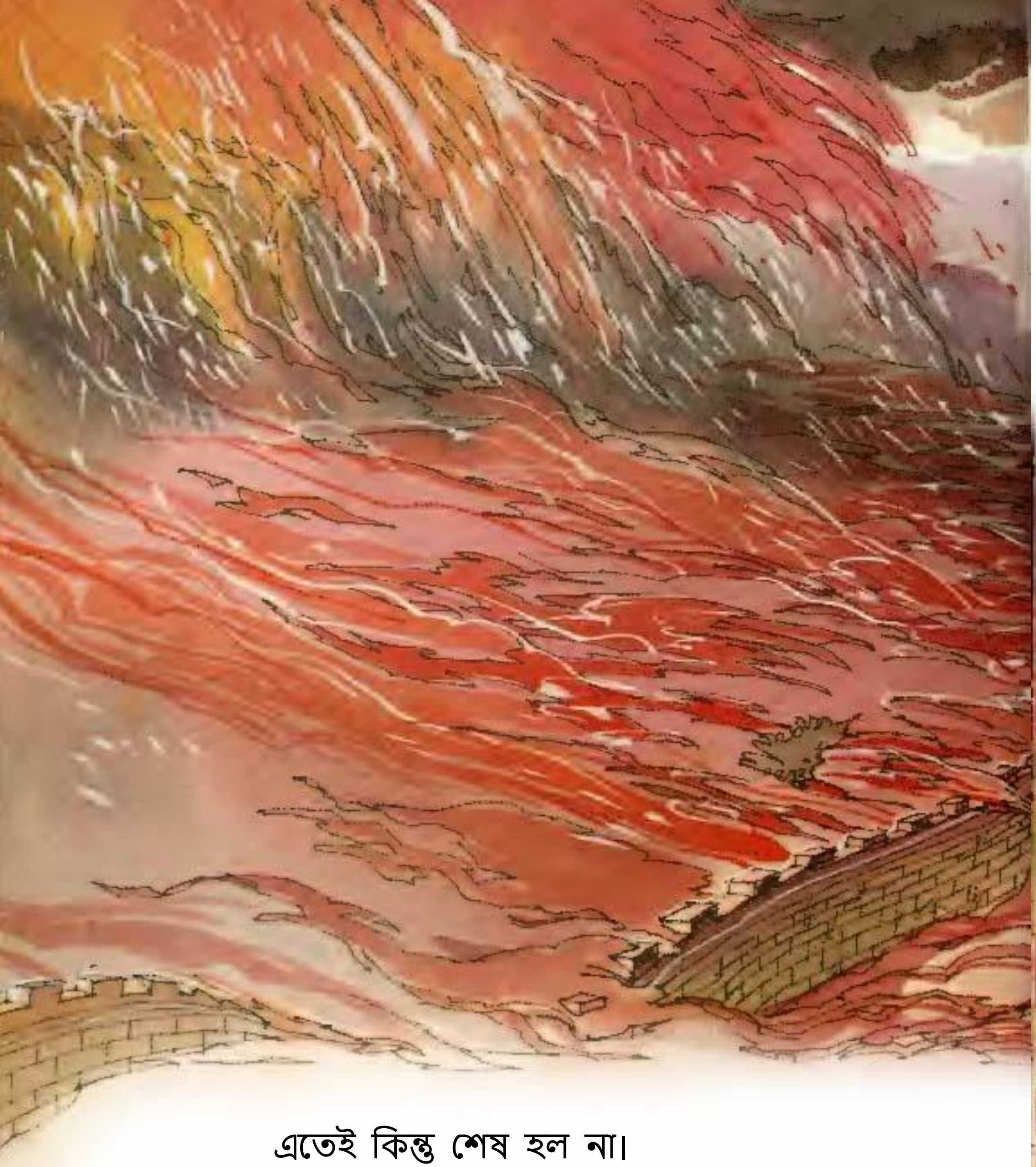

এতেই কিন্তু শেষ হল না।

এবার এক ভয়ানক বিষাক্ত গ্যাস বিসুভিয়াসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। সে গ্যাসের এক বিশাল ঘন আস্তরণ গোটা পম্পেই শহরকে ঢেকে দিল।

ধুলো আর ছাই বিসুভিয়াসের মাথার সেই প্রকাণ্ড গর্ত থেকে বেরিয়ে নানান দিক থেকে নদীর মত বেয়ে নামতে লাগল। তা পম্পেই শহরের বাইরের দেওয়াল ছাপিয়ে বয়ে যেতে লাগল।

শহরে আর কেউ বেঁচে রইল না।

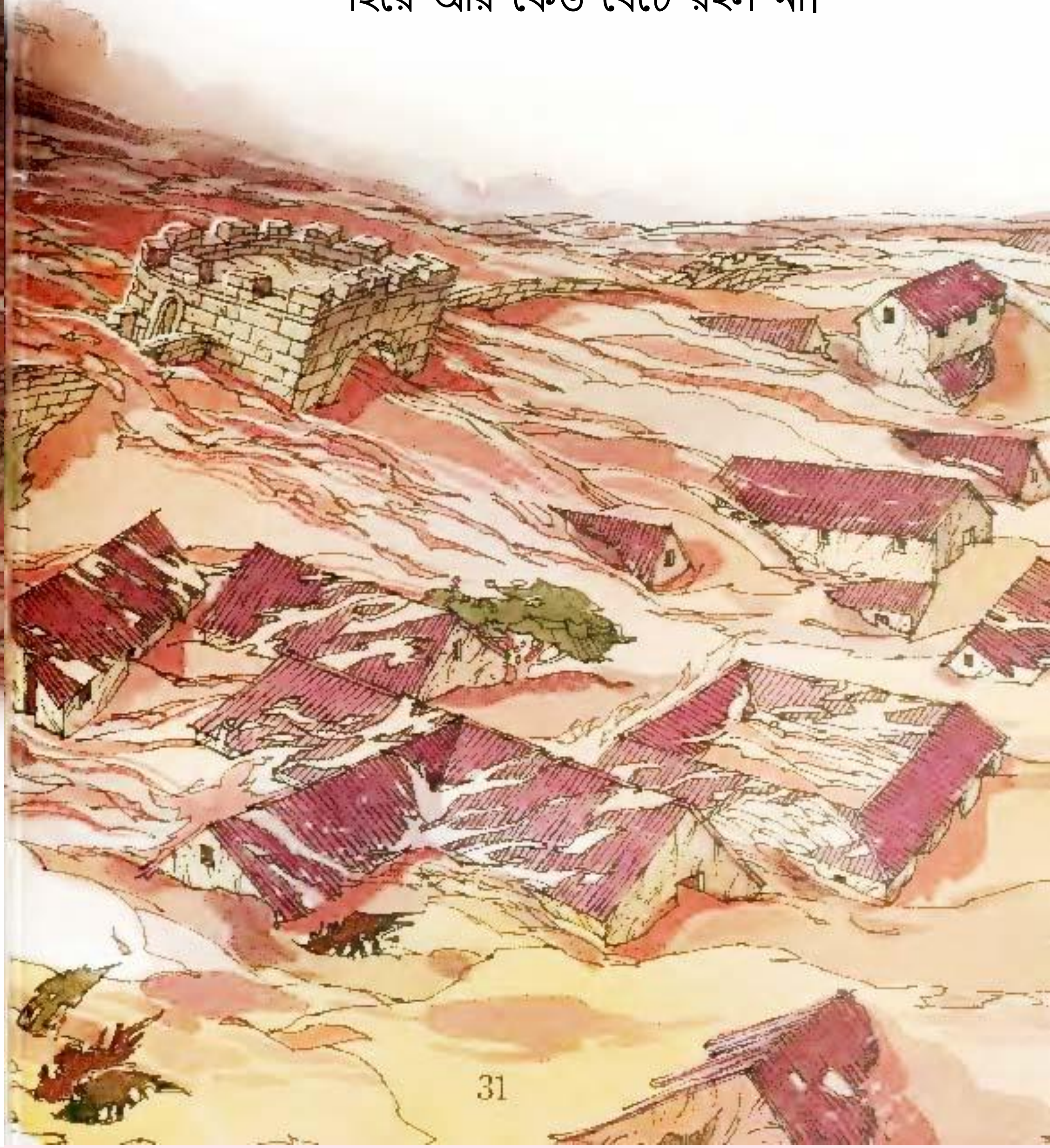

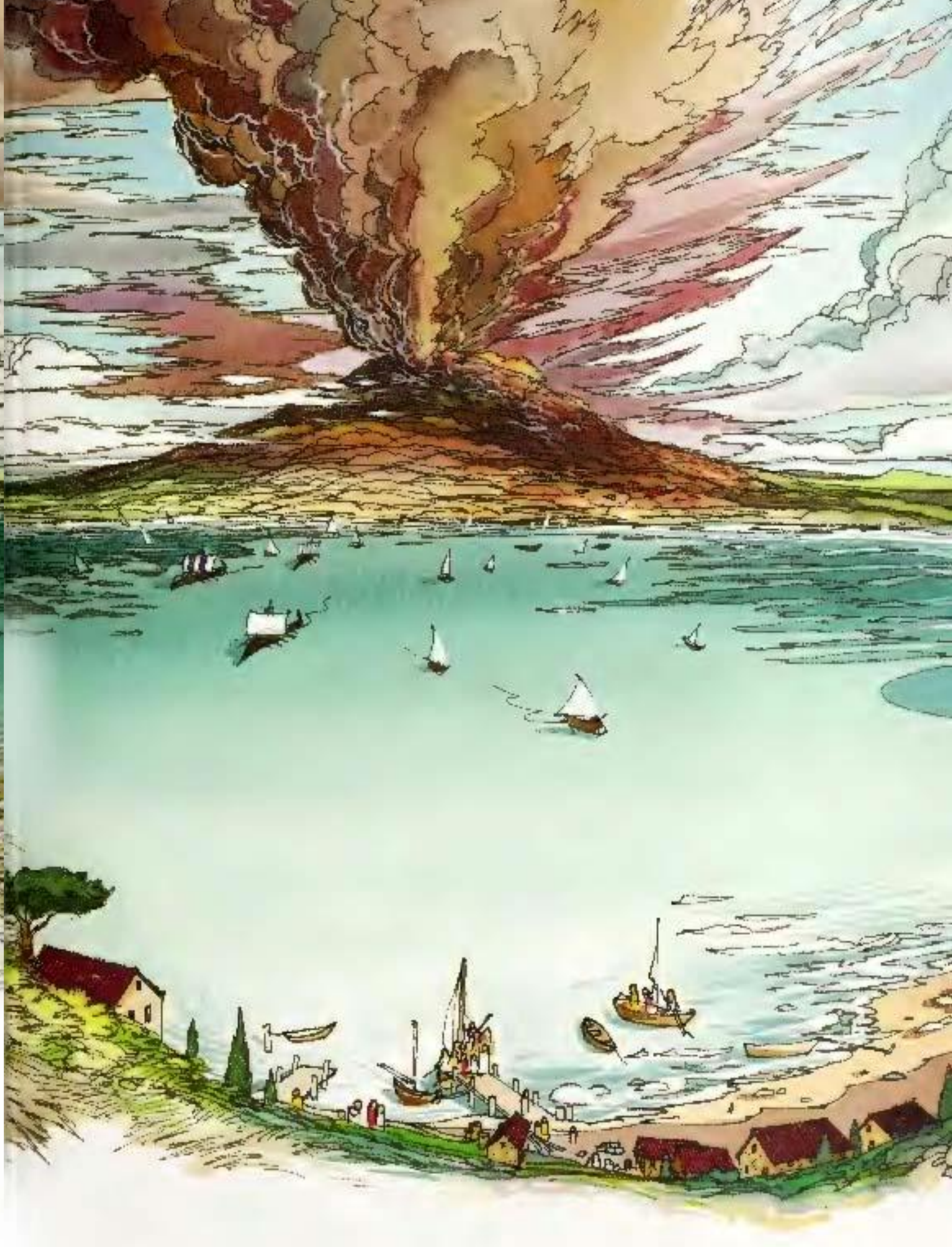

সমুদ্রের ওপাড়ে একটি ছেলে সব দেখছিল। তার নাম ছিল প্লিনি। বলঃ প্লিন-ঈ-কার।

প্লিনিও দেখেছিল বিসুভিয়াসের মাথায় সেই সাংঘাতিক প্রকাণ্ড মেঘ। সে দূর থেকে দেখেছিল তিলে তিলে পম্পেইকে ভয়ঙ্কর অন্ধকার চাদরে ঢেকে যেতে।

পরে সে অন্যদের মুখে পম্পেইয়ের কথা শোনে। সবাই উত্তাল সমুদ্রের কথাও বলাবলি করছিল।

প্লিনি কোনোদিন সেই দিনটার কথা ভুল্‌তে পারবে না। না, কোনোদিন না।

৩

জীবন্ত চাপা পড়েছিল সবাই!

দুদিন ধরে পম্পেইয়ের উপর ছাইয়ের বৃষ্টি হয়েছিল। তারপর একদিন সেই মেঘ কেটে গেল। আর ছাইয়ের বৃষ্টিও বন্ধ হল। দৈত্য শান্ত হল।

ছাই শক্ত হয়ে জমাট বাঁধল। তার উপর দিয়ে বাড়িগুলোর মাথা দেখা যেতে লাগল। কিন্তু সমস্ত পম্পেই শহরটা সেদিন মৃত।

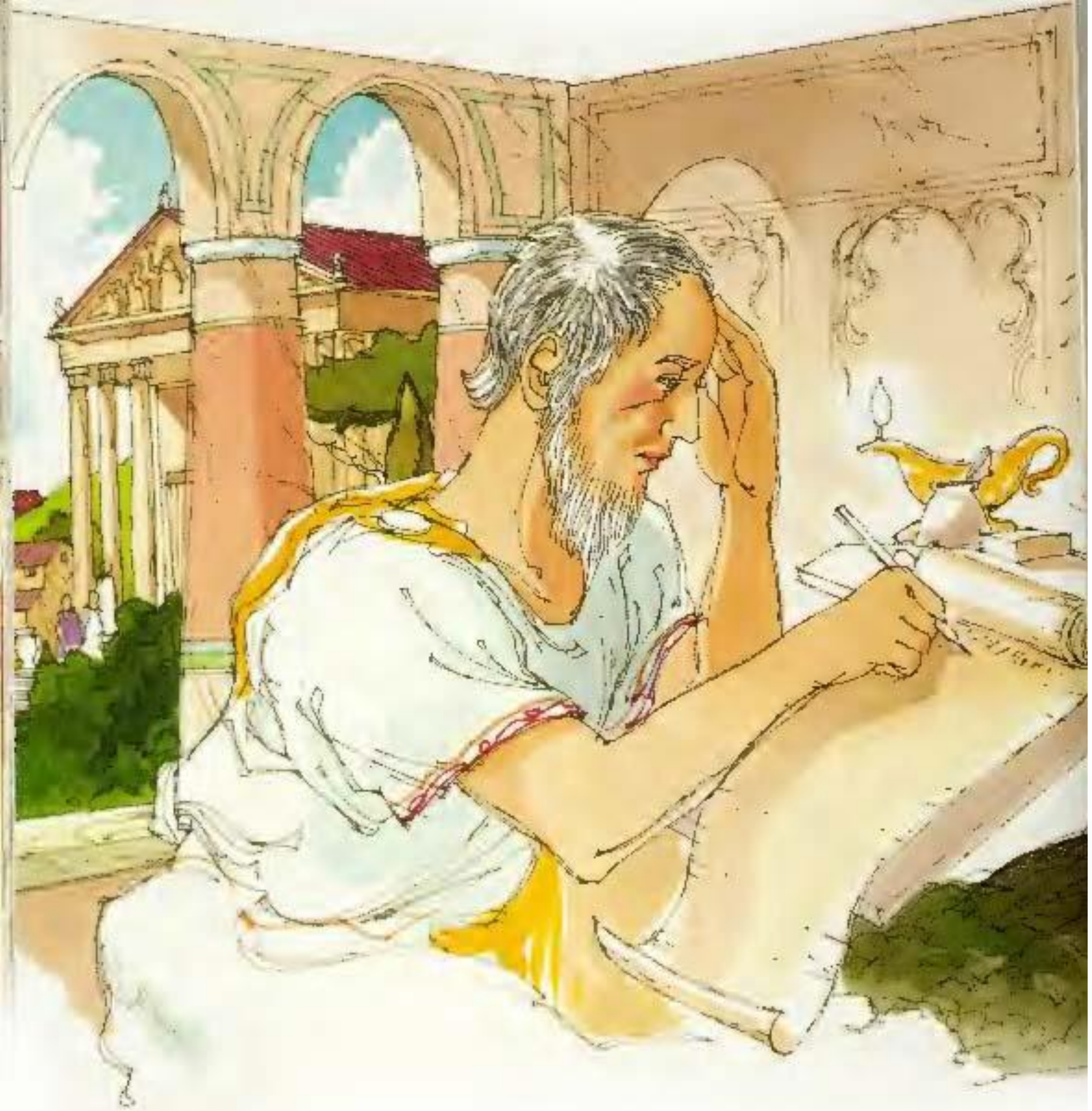

প্লিনি বড় হল। সে তখন একজন লেখক। সে বিসুভিয়াস থেকে যে কালো মেঘ উঠেছিল তার কথা লিখল।

সে ঐ আগ্নেয়গিরির বিষ্ফোরণের কথা, পম্পেইয়ের লাভার মধ্যে ডুবে যাওয়ার কথা লিখল।

এরপর অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে বিসুভিয়াস বেশ কয়েকবার জেগে উঠেছে। আরও অনেক ছাইয়ের বর্ষণ হয়েছে পম্পেই শহরের উপর।

এমন করে শহর আরো ছাইয়ের মধ্যে এমন করে ডুবে গিয়েছে যে কেউ দেখে বলবে না যে সেখানে কোনোদিন কেউ বসবাস করত।

ধীরে ধীরে মানুষ একদিন ভুলেই গেল পম্পেই শহরের কথা।

কয়েক'শ বছর পর ঐছাইয়ের উপরের আস্তরণ বদলে গেল – মাটিতে পরিণত হল। মানুষ আবার বসবাস শুরু করল সেখানে।

সেই মাটির উপর গড়ে তুলল তাদের ঘর বাড়ি। তারা জানতও না যে ঐ মাটির তলায় কোনো শহরের অস্তিত্ব আছে।

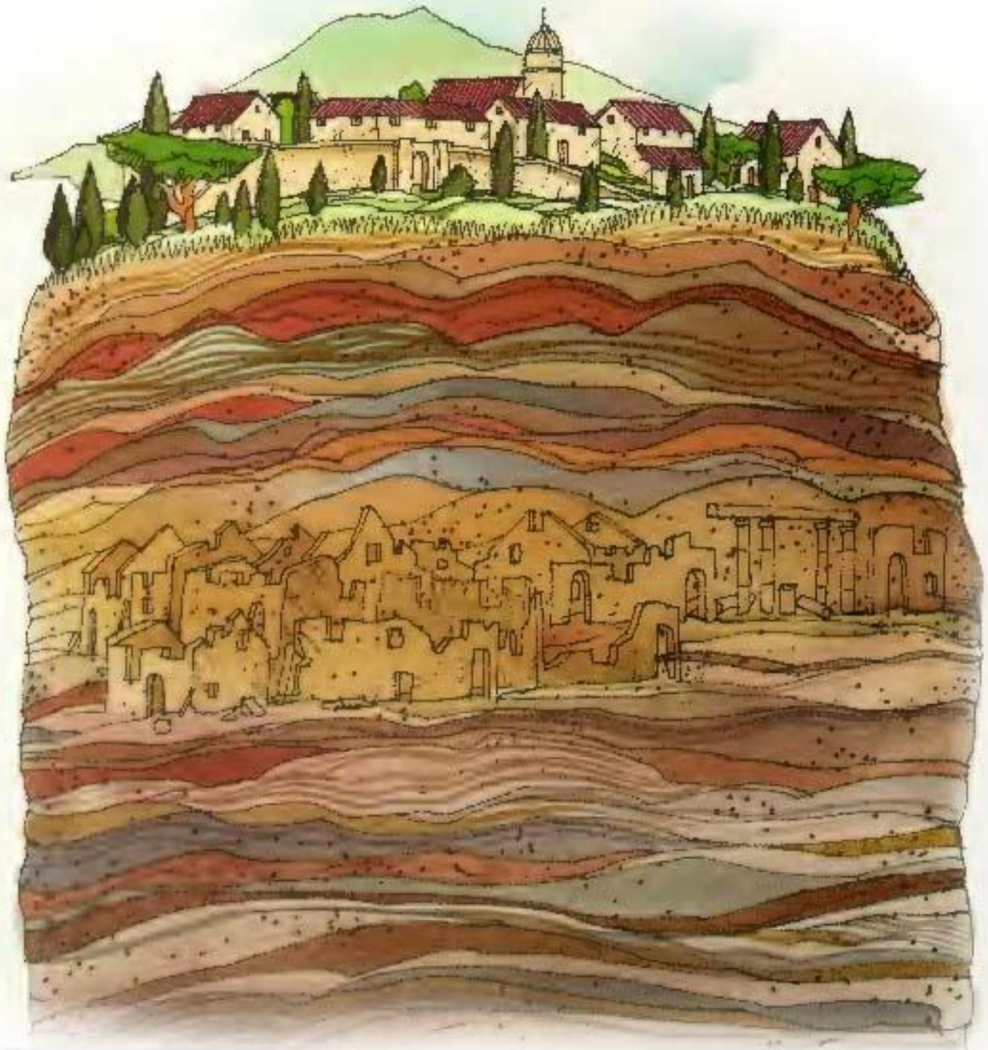

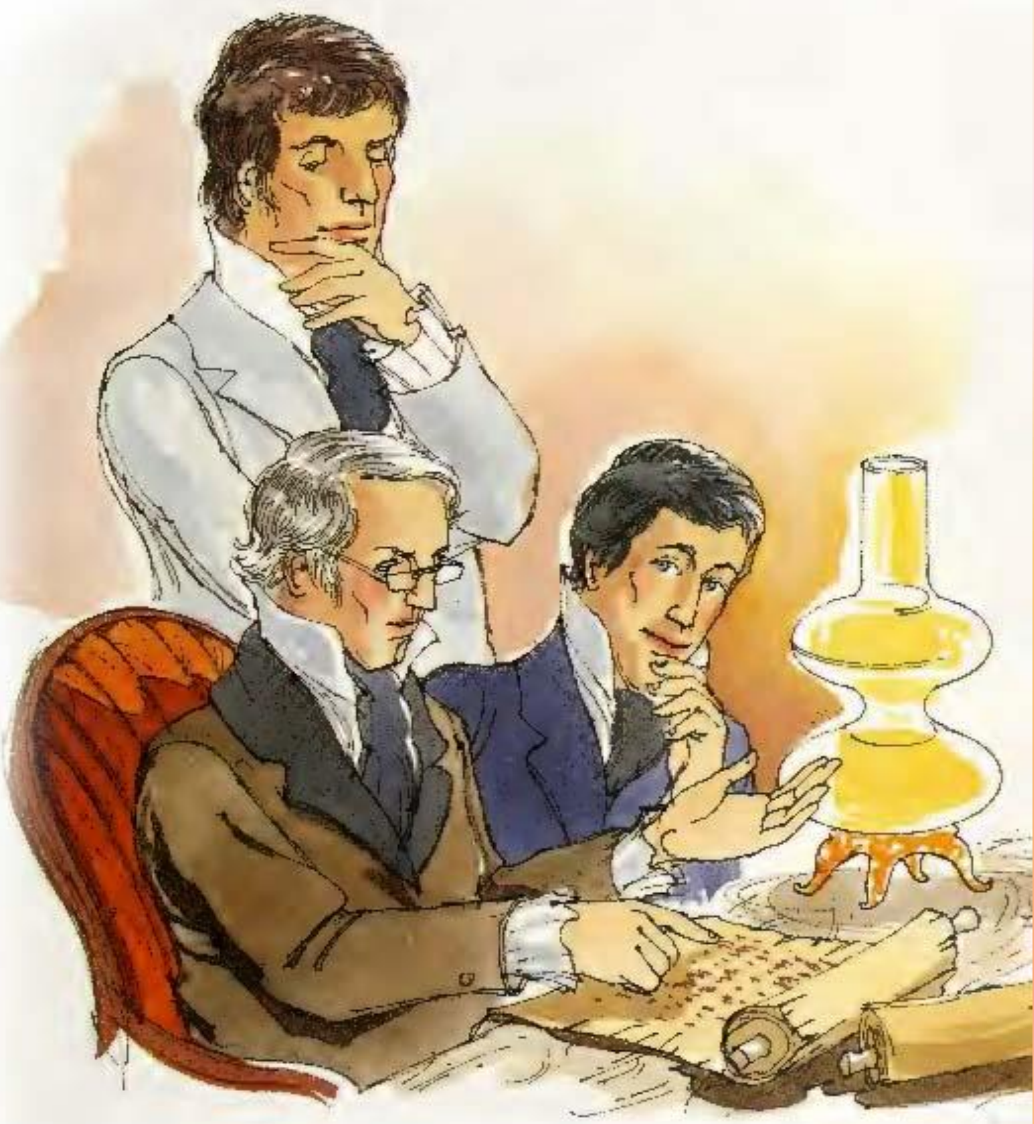

একদিন লোকে প্লিনির চিঠিগুলো হাতে পেল। তার থেকেই সবাই পম্পেই শহরের কথা জানতে পারল। কিন্তু কোথায় সেই শহর পম্পেই?

তা তখনও লোকের অজানা ছিল।

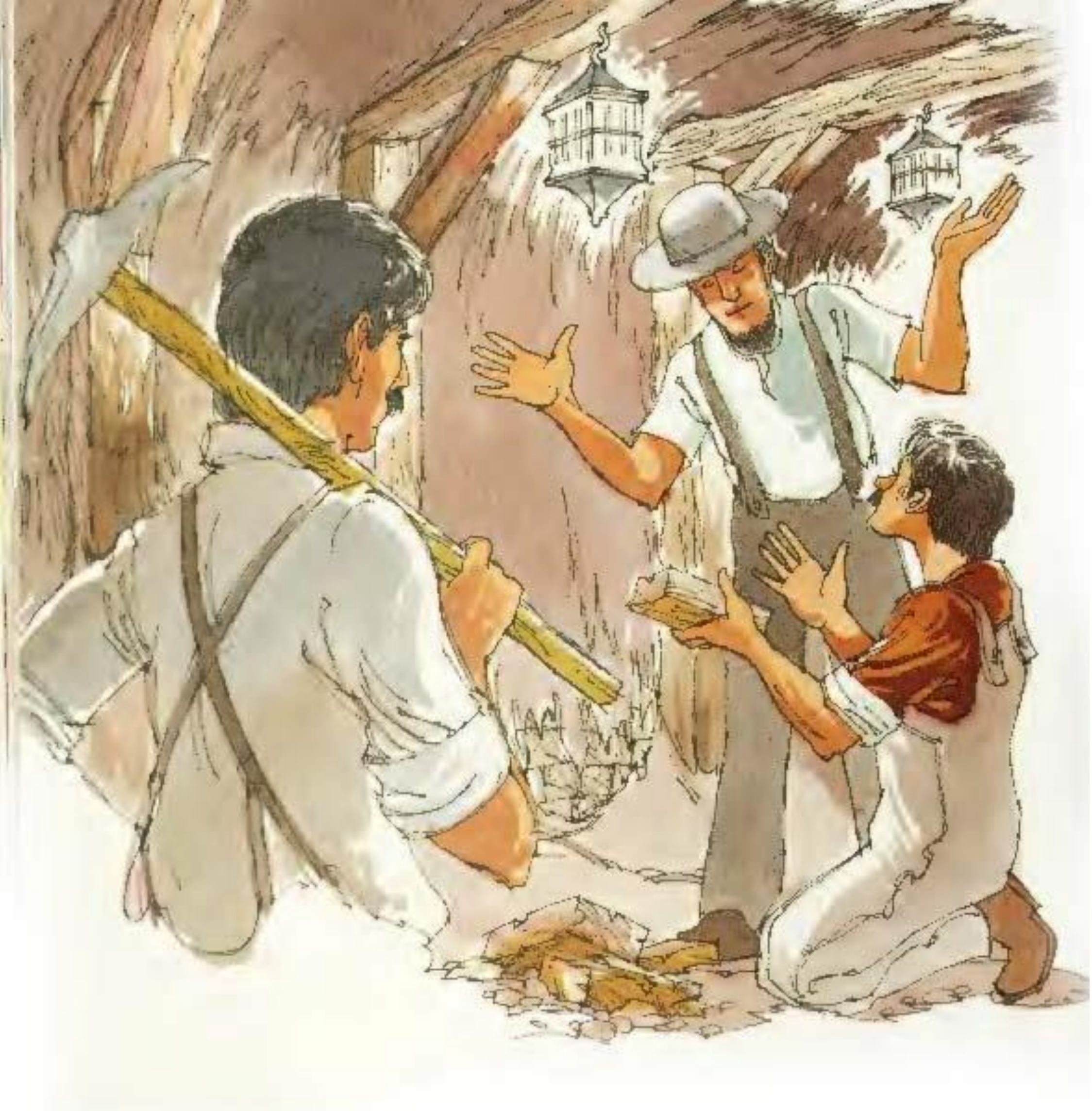

একদিন কিছু লোক ভূগর্ভের জল তোলার জন্য টানেল খুঁড়ছিল। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা মাটির নীচে পুরানো শহরের দেওয়ালের অংশ দেখতে পেল। কিন্তু তখনও তারা বোঝেনি ওটা পুরানো শহরের অংশ।

আরোও বেশ কয়েক বছর পর ঐ জায়গাটাই খোঁড়া হল। ওখানে তারা আরো কিছু বাড়ি ঘরের ধ্বংসাবশেষ পেল।

তাহলে কি এখানে কোনো শহর ছিল, মাটির তলায়? এটাই কি তবে প্লিনি যে শহরের কথা লিখেছিল সেই শহর?

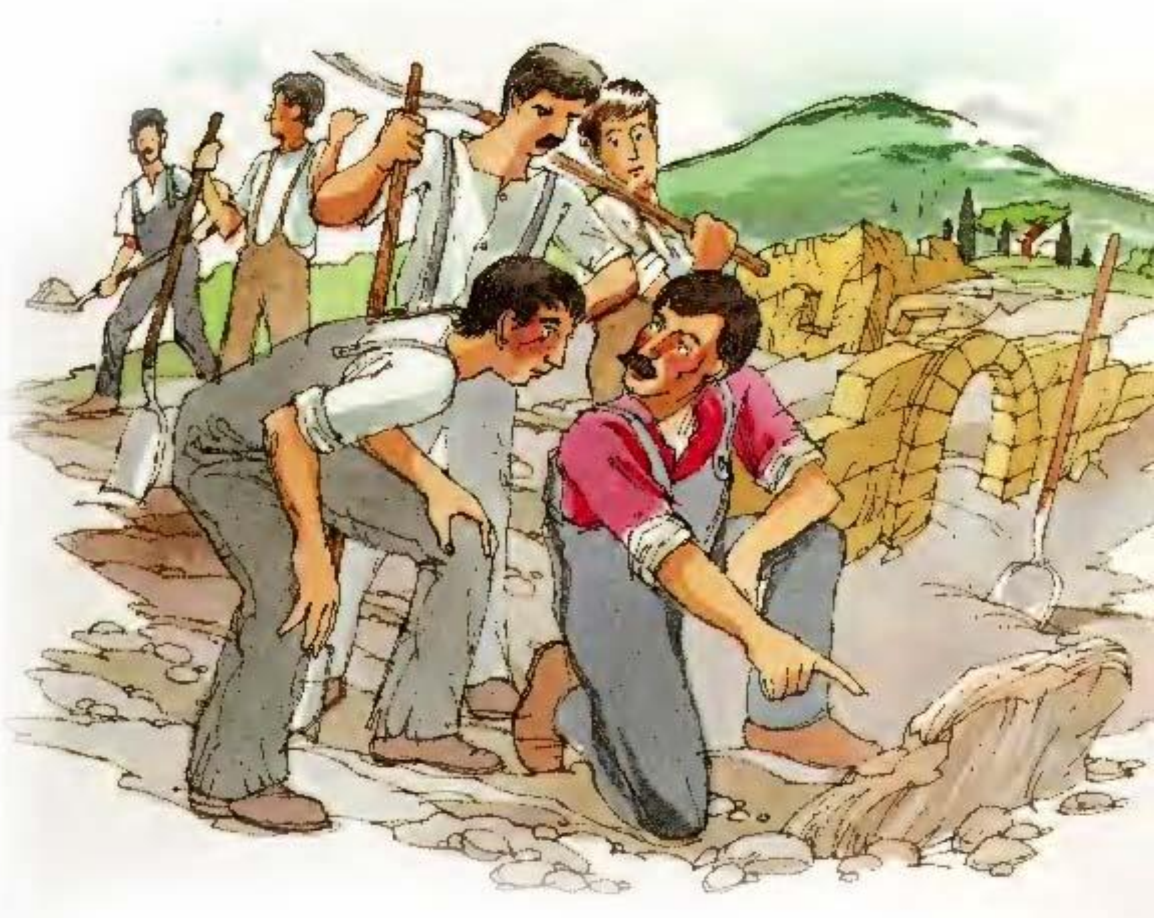

এইসময় খননকারিদের একজন সেখানে একটা পাথর খুঁজে পেল। তার উপর একটা নাম খোদাই করা ছিল। সে নামটা ছিল “পম্পেই”।

লোকজন খুব অবাক হল আর সেই শহরটাকে খুঁড়ে বের করতে উতসাহিত হল। হারিয়ে যাওয়া শহর পম্পেইইয়ের উপরই তারা দাঁড়িয়ে! তারা যদি মাটি খুঁড়ে শহরটা বের করতে পারে তাহলে তারা বুঝতে পারবে তখনকারদিনের মানুষেরা কিভাবে জীবনযাপন করত।

বিজ্ঞানীরা খনন কার্যে মন দিলেন। তারা খুব সাবধানে ও ধীরে খননকার্য চালাতে লাগলেন। অনেকরকমের যন্ত্রপাতি নিয়ে খনন কার্য করছিলেন তাঁরা। ব্রাশ দিয়ে আলতো ভাবে ধুলো সরিয়ে একেকটা জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে এগোচ্ছিলেন তাঁরা। খুব সাবধানে তাদের কাজ করতে হচ্ছিল, খেয়াল রাখতে হচ্ছিল যাতে কোনো জিনিস নষ্ট না হয়ে যায়।

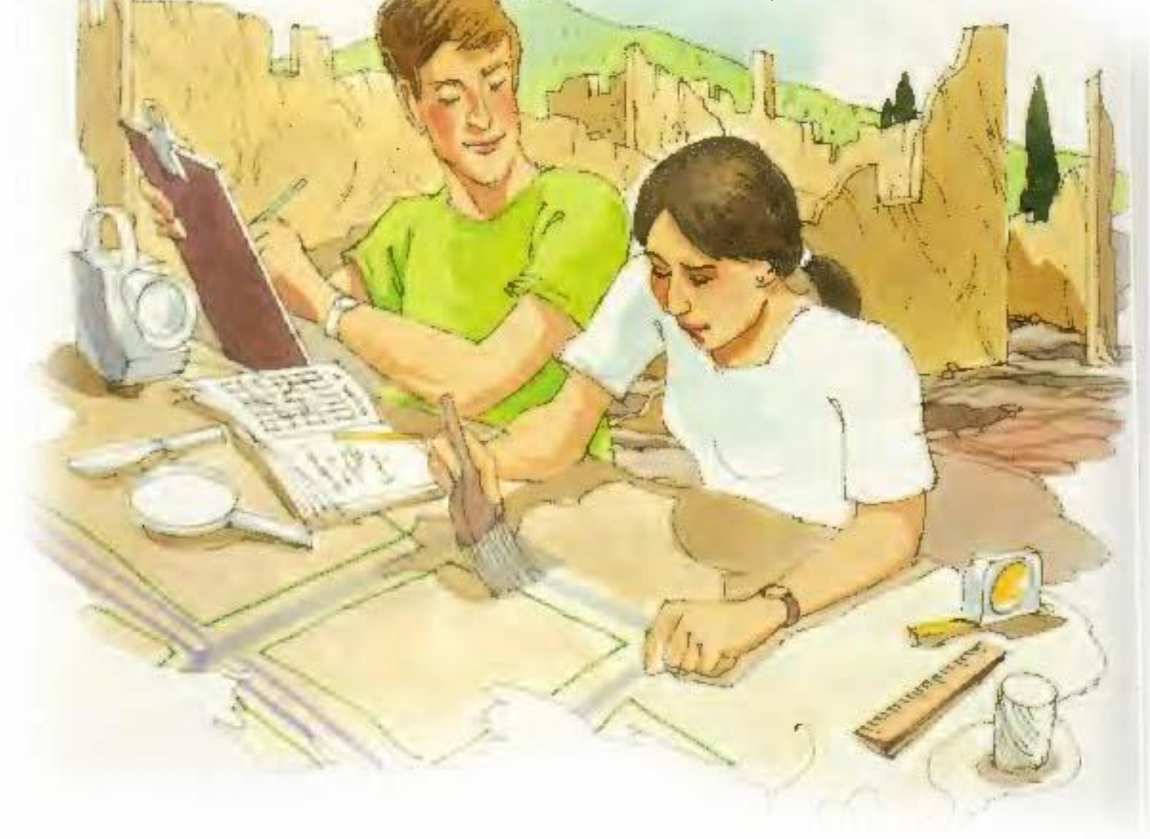

এমন খুঁড়তে খুঁড়তেই বিজ্ঞানীরা একটা খুব সুন্দর ব্রেসলেট পেলেন। তাঁরা একটা আস্ত গোটা ডিম ও পেলেন।

তাঁরা ছোটছোট রঙিন পাথরের সুন্দর সুন্দর নকশা আর চিত্রও পেলেন। এদের বলা হত মোসেইক।

আর সন্ধান পেলেন মৃত ব্যাক্তিদের।

প্রথমে তাঁরা কিছু কঙ্কাল পেলেন।

এরপর তাঁরা জমাট বাঁধা ছাইয়ের মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত গর্ত দেখতে পেলেন। তার মধ্যে প্লাস্টার অব প্যারিস ঢালার পর সেগুলো মানুষের আকার নিল।

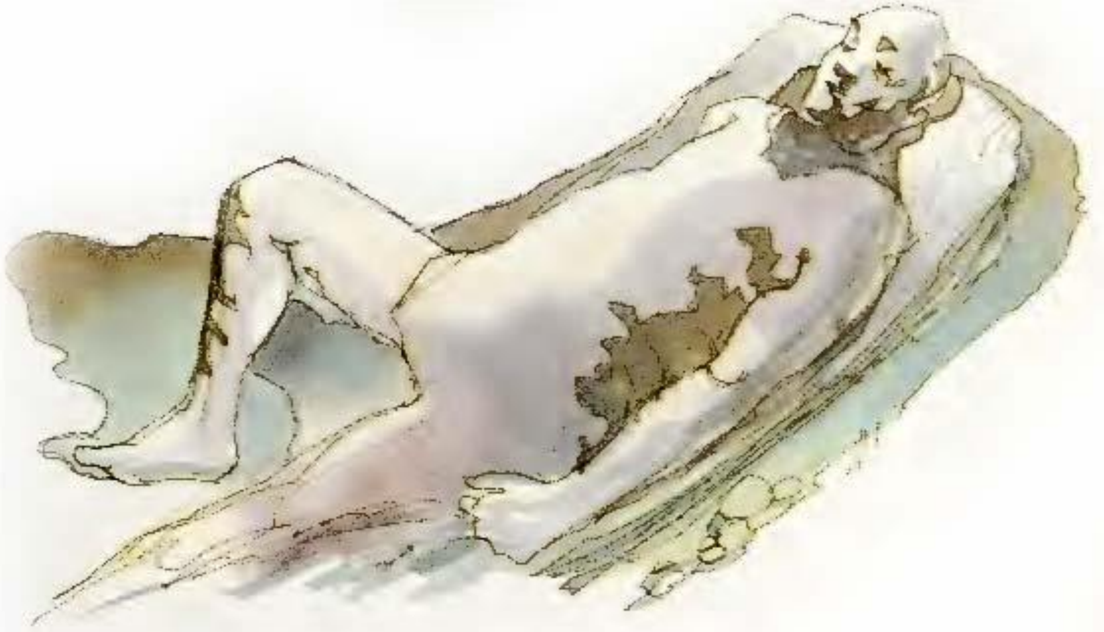

এর ফলে মানুষগুলো মারা যাবার সময় কে কেমন ভাবে ছিল বোঝা গেল। এমনকি একটা গলায় চেনসমেত কুকুরেরও দেখা মিলল।

আজকের পুরানো পম্পেই শহর যেন বিশাল এক ছাদহীন মিউজিয়াম। এই যে শহরের কথা আমরা বলছিলাম এতক্ষণ, সেই পম্পেই ইটালিতে অবস্থিত। পৃথিবীর নানান দেশ থেকে আজ অজস্র মানুষ আসে পম্পেই ভ্রমণ করতে। তারা দেখতে আসে অত বছর আগে মানুষ কিভাবে থাকত। তাদের বাড়িঘর দোকান পাট কেমন ছিল। তারা দেখতে আসে বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরিকেও। পৃথিবীর মধ্যে যত আগ্নেয়গিরি আছে, বলা যায় বিসুভিয়াস তাদের মধ্যে সবচেয়ে অন্যতম বিখ্যাত।

আজও বিজ্ঞানীরা বিসুভিয়াসকে অনবরত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন। বিসুভিয়াস থেকে দিনে কত গ্যাস বেরোচ্ছে? তার আশেপাশের পাথরের তাপমাত্রা কত বৃদ্ধি পাচ্ছে? কত বার আশেপাশের মাটিতে কম্পন অনুভব হচ্ছে?

দেখ! কেমন এক কৃষক তার আঙুর ক্ষেতের দেখভাল করছে! বিসুভিয়াসের ঢালে আঙুর খুব ভাল হয়। দেখ, তার পাশের গরম পাথরে কেমন গিরগিটিটা বসে আছে!

এক পরম শান্তির সকাল আজ পম্পেইতে।

বিশাল দৈত্য যে ঘুমাচ্ছে!

আবার কবে সে জেগে উঠবে?

কেউ জানে না।

সমাপ্ত